

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(معجزة غير ثابتة) ওহোদ যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ- ২২. মু'জেয়াসমূহ, যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়

(১) প্রসিদ্ধ আছে যে, ওহোদ যুদ্ধের দিন হযরত ক্বাতাদাহ বিন নু'মানের একটি চোখ যখমী হওয়ায় তা বেরিয়ে বুলে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে ওটাকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেন। তাতে চোখ ঠিক হয়ে যায় এবং তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ও দৃষ্টি শক্তি আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়।[1]

(২) ঘাঁটিতে পৌঁছে রাসূল (ছাঃ)-কে হামলাকারী উবাই বিন খালাফকে মারার জন্য রাসূল (ছাঃ) হারেছ ইবনুছ হিম্মাহর কাছ থেকে নিয়ে যে বর্শাটি নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন, তাতে তার গলায় কেবল আঁচড় কেটে গিয়েছিল। যাতে রক্তপাত পর্যন্ত হয়নি। অথচ তাতেই সে ওহোদ থেকে ফেরার পথে কয়েকদিন পর মক্কায় পৌঁছার আগেই 'সারিফ' নামক স্থানে মারা পড়ল।[2]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘাঁটিতে অবস্থানকালে আবু সুফিয়ান ও খালেদ বিন অলীদের নেতৃত্বে যে দলটি তাঁকে হামলা করার জন্য পাহাড়ে উঠে যায়, তারা যাতে নিকটে পৌঁছতে না পারে, সেজন্য রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর নিকটে দো'আ করেন, **اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْطُونَا** 'হে আল্লাহ! তাদের জন্য এটা উচিত হবে না যে, তারা আমাদের নিকট উপরে উঠে আসে'। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ও একদল মুহাজির তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাহাড় থেকে নামিয়ে দিলেন'।[3] ইবনু ইসহাক এটি সনদবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীছে এটি **اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْطُونَا** মর্মে এসেছে।[4] কিন্তু সেখানে ওমর ইবনুল খাত্তাব ও মুহাজিরদের একটি দল তাদের নামিয়ে দেন, এ মর্মে কিছুই বলা হয়নি। বরং ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশক্রমে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে ওমর ইবনুল খাত্তাবের কথোপকথন প্রমাণিত আছে।

(৪) একই সময়ে রাসূল (ছাঃ) সা'দ বিন আবু ওয়াক্বাহকে বলেন, **أُجْنِبُهُمْ** 'ওদেরকে দুর্বল করে দাও। অথবা বললেন, ওদেরকে ফিরিয়ে দাও'। তখন সা'দ বললেন, **كَيْفَ أُجْنِبُهُمْ وَحَدِي** 'কিভাবে আমি একা ওদের দুর্বল করে দেব'? অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে তিনবার একই নির্দেশ দিলে তিনি নিজের তুণ থেকে একটা তীর বের করে নিষ্ক্ষেপ করেন। তাতে শত্রুপক্ষের একজন নিহত হয়। তিনি বলেন, অতঃপর আমি ঐ তীর নিয়ে নিলাম এবং দ্বিতীয় আরেক শত্রুকে মারলাম। সেও নিহত হ'ল। আমি আবার ঐ তীর নিয়ে নিলাম ও তৃতীয় আরেক শত্রুকে মারলাম। তাতে সেও মারা পড়ে। এর ফলে শত্রুরা ভয়ে নীচে নামতে লাগল। আমি ঐ তীর এনে আমার তুণের মধ্যে রেখে দিলাম। আমি বললাম, **هَذَا سَهْمٌ مُبَارَكٌ** 'এটা বরকতপূর্ণ তীর'। এই তীরটি সা'দের নিকটে আমৃত্যু ছিল এবং তাঁর পরে তাঁর সন্তানদের কাছে ছিল (যাদুল মা'আদ ৩/১৮৪)। অতঃপর হযরত ওমর ও মুহাজিরগণের একটি দল ধাওয়া করে তাদেরকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নামিয়ে দেয় (আর-রাহীক ২৭৬ পৃঃ)।[5]

[1]. ইবনু হিশাম ২/৮২; আর-রাহীক ২৭২ পৃঃ; হাকেম হা/৫২৮১; যাদুল মা'আদ ৩/১৭৭। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল'। তাছাড়া ঘটনাটি ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে 'বদরের দিন' বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে ওহোদের দিন'। ইবনু আব্দিল বার বলেন, বলা হয়েছে যে, এটি খন্দকের দিন' (মা শা-আ ১২০-২১ পৃঃ)।

আরও প্রসিদ্ধ আছে যে, ওহোদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় ধনুক দ্বারা এত অধিক তীর চালিয়েছিলেন যে, ধনুকের প্রান্তদেশ ভেঙ্গে যায়'। পরে ঐ ধনুকটি ক্বাতাদাহ নিয়ে নেন এবং তার কাছেই রেখে দেন' (ইবনু হিশাম ২/৮২)। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' বা যঈফ (তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১১২৮)।

[2]. আর-রাহীক ২৭৫ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/১৭৮; ইবনু হিশাম ২/৮৪। বর্ণনাটির সনদ 'মুরসাল' (তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১১৩৪)। আকরাম যিয়া উমারী বলেন, ঘটনাটি সীরাতের কিতাব সমূহে ব্যাপকভাবে বর্ণিত। তাছাড়া সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব-এর 'মুরসাল' বর্ণনা সমূহ শক্তিশালী (সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৯২ টীকা-১)। উক্ত মর্মে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ (হাকেম হা/৩২৬৩; হাকেম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন)।

উল্লেখ্য যে, যে সকল বিদ্বান এই ঘটনা মেনে নিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)। তিনি বলেন, وَلَمْ يَقْتُلْ بِيدِهِ أَحَدًا وَلَا قَبْلَهَا وَلَمْ يَقْتُلْ بِيدِهِ إِلَّا أَبِي بَنَ خَلْفٍ، قَتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَقْتُلْ بِيدِهِ أَحَدًا وَلَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا 'রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে কাউকে হত্যা করেননি ওহোদের দিন উবাই বিন খালাফকে ব্যতীত। তার পূর্বে বা পরে তিনি আর কখনোই কাউকে হত্যা করেননি' (মিনহাজুস সুন্নাহ (রিয়াদ : জামে'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল-ইসলামিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬ খৃ.) ৮/৭৮)।

[3]. ইবনু হিশাম ২/৮৬; আর-রাহীক ২৭৬ পৃঃ।

[4]. আহমাদ হা/২৬০৯; হাকেম হা/৩১৬৩, সনদ হাসান।

[5]. বর্ণনাটি 'যঈফ'। কেননা ইবনু আবিদ্দুনিয়া এটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে অজ্ঞাত (مجهول) রাবী আছেন (ইবনু আবিদ্দুনিয়া, 'মাকারিমুল আখলাক' হা/১৮১)।

প্রসিদ্ধ আছে যে, ওহোদ যুদ্ধ শেষে ঘাঁটিতে যোহরের ছালাতের সময় হ'লে যখমের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসে ছালাত আদায় করেন। ছাহাবায়ে কেরামও তাঁর পিছনে বসে ছালাত আদায় করেন (ইবনু হিশাম ২/৮৭; আর-রাহীক ২৭৮ পৃঃ)। বর্ণনাটির সনদ 'যঈফ' (তাহকীক ইবনু হিশাম, ক্রমিক ১১৪৪)।